

## অ্যাসাইনমেন্ট: ‘একটি নির্দিষ্ট সময়ে একের পর এক ফুচকা খেলে ফুচকার উপযোগ ক্রমেই কমতে থাকে’

**উপযোগ:** উপযোগ বলতে কোনো দ্রব্যের অভাব পূরণের ক্ষমতাকে বুঝায়। ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা ভোক্তার আচরণ বিশ্লেষণে সর্বপ্রথম উপযোগ ধারণাকে ব্যবহার করেন। স্টেনলি জোন্স , লিওন ওয়ালরাস, কার্ল মেঞ্জার প্রমুখ অর্থনীতিবিদ উপযোগ তত্ত্ব বিশ্লেষণে ভূমিকা রাখলেও **১৮৯০ সালে অধ্যাপক মার্শাল** তার বিখ্যাত গ্রন্থ ‘Principles of Economics’ গ্রন্থে ক্লাসিক্যাল উপযোগ তত্ত্বের একটি সুসংহত ব্যাখ্যা দেন। **কোন দ্রব্যের মধ্যে মানুষের অভাব পূরণের যে ক্ষমতা থাকে তাকে উপযোগ বলে।**

সাধারণ অর্থে ‘উপযোগ’ বলতে উপকারিতাকে বুঝালেও অর্থনীতিতে ‘উপযোগ’ শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থনীতিতে ‘উপযোগ’ বলতে কোনো দ্রব্যের মানুষের অভাব পূরণের ক্ষমতাকে বুঝায়। কাজেই বস্তুগত বা অবস্তুগত, ভালো বা মন্দ যাই হোক না কেন কোনো দ্রব্য যদি মানুষের অভাব পূরণ করতে পারে তাহলেই ধরে নেওয়া হয় যে, তার উপযোগ আছে।

যেমন-খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, মদ, গাঁজা, হেরোইন ইত্যাদি মানুষের অভাব মিটাতে পারে বলে এদের উপযোগ আছে। অর্থনীতিতে উপযোগের সাথে উপকারিতার কোনো মিল নেই। কেননা মদ , গাঁজা, হেরোইন, সিগারেট ইত্যাদি মানুষের উপকারে আসে না।

কিন্তু এসব দ্রব্যও সমাজের এক শ্রেণীর মানুষের অভাব পূরণ করে থাকে। সুতরাং তাদের নিকট এসব দ্রব্যেরও উপযোগ আছে। তাই বলা যায় , কোনো দ্রব্যের মানুষের অভাব পূরণের ক্ষমতাকে উপযোগ বলে। অধ্যাপক মেয়ার্সের মতে , “উপযোগ হলো কোনো দ্রব্যের সে গুণ বা ক্ষমতা যা মানুষের অভাব মিটাতে সক্ষম।”

উপযোগ সম্পর্কে ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের দীর্ঘ বিতর্কের প্রেক্ষিতে উপযোগ পরিমাপের প্রশ্নে দুই ধরনের বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। অধ্যাপক মার্শাল ও তার অনুসারীরা উপযোগকে সংখ্যাগতভাবে বিশ্লেষণ করেন, পরবর্তীতে হিকস- এলেন উপযোগকে পর্যাগতভাবে বিশ্লেষণ করেন। অতএব বলা যায় উপযোগ পরিমাপের পদ্ধতি দুই প্রকার। যথা- (১) সংখ্যাবাচক পরিমাপ এবং (২) পর্যাগত পরিমাপ।

কোনো বস্তুর অভাব পূরণের ক্ষমতাকে ঐ বস্তুর উপযোগ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যে বস্তুর অভাব পূরণের ক্ষমতা যত বেশি সে বস্তুর উপযোগও তত বেশি। অর্থনীতিবিদরা উপযোগ পরিমাপের পদ্ধতিকে সংখ্যাবাচক ও পর্যাগত শ্রেণীতে বিভক্ত করেন।

### ক) উপযোগ, মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ

সাধারণ অর্থে, উপযোগ বলতে কোনো দ্রব্যের অভাব পূরণের ক্ষমতাকে বুঝানো হয়। কলম , চাল, কাপড়, ঘরবাড়ি, ওষুধ, শিক্ষক, ডাক্তার, উর্কিল ইত্যাদি দ্রব্য ও সেবা মানুষের। অভাব পূরণ করে থাকে, তাই এইগুলোর উপযোগ রয়েছে।

কিন্তু কোনো দ্রব্য একাধারে গ্রহণ করলে তার উপযোগ সব সময় সমান থাকে না। যেমন: কোনো ব্যক্তি একের পর এক ফুচকা খেতে থাকলে কোন এক সময় আর ফুচকা খেতে চাইবে না। কারণ ব্যক্তি ক্রমান্বয়ে ফুচকা গ্রহণের মাধ্যমে তার অভাব পূরণ করেছে।

উপযোগ সম্পর্কে অধ্যাপক মেয়ার্স বলেছেন , “Utility is the quality or capacity of a good which enables it to satisfy human wants.” অর্থাৎ, “উপযোগ হলো কোনো দ্রব্যের গুণ বা ক্ষমতা যা মানুষের অভাব পূরণ করতে পারে।”

প্রকৃত পক্ষে উপযোগ একটি মনস্তাত্ত্বিক বিষয়। কারণ সব পণ্যের চাহিদা সকলের কাছে একই ধরনের নাও হতে পারে।

যেমন- যে ব্যক্তি দুই দিন ধরে না খেয়ে আছে তার কাছে এক টুকরাে রুটি যেমন খুবই মূল্যবান আবার যার কোন ক্ষুধা নাই তার কাছে এর উপযোগ তেমন নাও থাকতে পারে।

উপযোগ হচ্ছে পণ্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত একটি উপাদান যার জন্য মানুষ ঐ পণ্য ক্রয় করে থাকে। যে জিনিসের উপযোগ নেই তা কেউ কিনতে চায় না বা বিক্রয় হয় না।

সুতরাং, বিভিন্ন ধরনের বস্তুগত ও অবস্তুগত সামগ্রীর মধ্যে মানুষের অভাব পূরণের যে ক্ষমতা ও গুণ বিদ্যমান থাকে তাকেই ঐ সামগ্রীর উপযোগ বলে।

**১। অপরিবর্তনীয়তা:** নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে ভোক্তার আয় , রুচি, অভ্যাস, পছন্দ ছির বলে অনুমান করা হয়। এগুলো কোনো একটির পরিবর্তন হলে এ বিধি কার্যকর হয় না।

**২। সময় ব্যবধান:** সময় ব্যবধান মেনে নিলে এ বিধি কার্যকর হয় না। কারণ , দীর্ঘ সময় পরে মানুষের কোনো দ্রব্যের প্রতি আকর্ষণ না কমে বাড়তে পারে।

**৩। পরিমাণ:** অভাবের তুলনায় দ্রব্য ভোগের পরিমাণ খুবই সামান্য হলে এ বিধি কার্যকর হয় না।

**৪। শৌখিন দ্রব্য:** শৌখিন দ্রব্যের বেলায় এ বিধি কার্যকর হয় না। শখের কারণে দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ ও ভোগের ক্ষেত্রে প্রান্তিক উপযোগ ক্রমবর্ধমান হয়।

**৫। বিলাসজাত দ্রব্য:** সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির কারণে বিলাসজাত দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশ বাড়ে।

**৬। ভোক্তার চরিত্র:** ভোক্তার চরিত্র অস্বাভাবিক হলে অর্থাৎ ভোক্তা যুক্তিশীল না হলে এ বিধি কার্যকর হয় না।

**৭। দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য:** দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যের বেলায় বিধিটি কার্যকর হয় না। কারণ , এসব দ্রব্যের বেলায় মানুষের আকাঙ্ক্ষা বেশি থাকে।

### মোট উপযোগ (Total Utility):

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে, একটি দ্রব্যের বিভিন্ন একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগের সমষ্টিকে মোট উপযোগ (TU) বলে। অর্থাৎ কোনো দ্রব্যের কোনো নির্দিষ্ট সময়ের প্রান্তিক উপযোগের যোগফলকে মোট উপযোগ বলে।

$$TU = MU_1 + MU_2 + MU_3 + \dots + MU_n,$$

ধরামাক, একজন ভোক্তা ১ম একক ফুচকা থেকে ২৫ ইউটিল, ২য় একক ফুচকা থেকে ২০ ইউটিল, ৩য় একক ফুচকা থেকে ১৫ ইউটিল উপযোগ পায়।

তাহলে, মোট উপযোগ,  $TU = ২৫ + ২০ + ১৫ = ৬০$  ইউটিল

### প্রান্তিক উপযোগ (Marginal Utility):

কোনো দ্রব্যের অতিরিক্ত একক। ভোগের ফলে যে বাড়তি উপযোগ পাওয়া যায়, তাকে প্রান্তিক উপযোগ বলে। অর্থাৎ ভোগ বৃদ্ধির ফলে মোট উপযোগের যতটুকু বৃদ্ধি পায়, তাই প্রান্তিক উপযোগ

$$\text{প্রান্তিক উপযোগ, } MU = \Delta TU / \Delta Q$$

এত ধরামাক, একজন ভোক্তা ২টি আম ভোগ করে ২০ ইউটিল এবং ৩টি আম ভোগ করে ৩২ ইউটিল উপযোগ লাভ করে।

মোট উপযোগের পরিবর্তন,  $\Delta TU = ৩২ - ২০ = ১২$  ইউটিল

দ্রব্য ভোগের পরিবর্তন,  $\Delta Q = ৩ - ২ = ১$  একক

প্রান্তিক উপযোগ,  $MU = ১২ / ১ = ১২$  ইউটিল

### খ) সূচি তৈরি

কোনো ভোক্তার বিভিন্ন একক ফুচকা ভোগের ফলে প্রাপ্ত মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের সূচি তৈরি করা হলো:

1 12 12

2 22 10

3 30 8

4 36 6

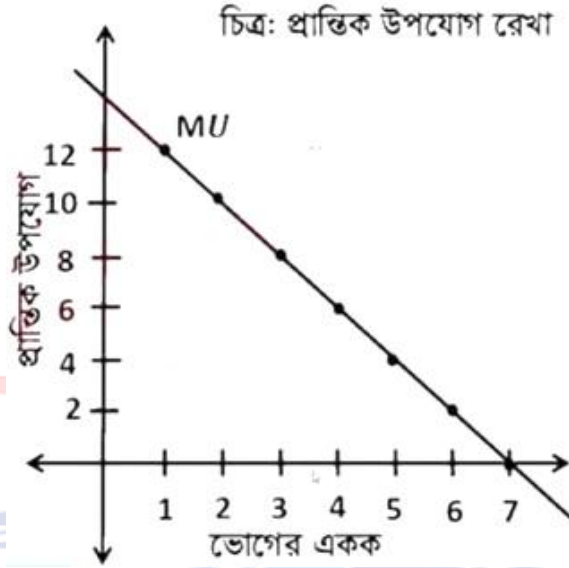
5 40 4

6 42 2

7 42 0

প্রদত্ত তালিকা থেকে দেখা যায়, ফুচকা ভোগের একক বাড়ার সাথে সাথে মোট উপযোগ বাড়ে, তাকে ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। এতে প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশ হ্রাস পায়।

হ্রাস পেতে পেতে ৭ম এককে শূন্য হয়। যদি আরও একক বৃদ্ধি পেত তবে প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হতো।



**রেখাচিত্রের ব্যাখ্যা:** চিত্রে ভূমি অক্ষে ভোগের একক ফুচকা এবং লম্ব অক্ষে প্রান্তিক উপযোগ নির্দেশ করা হয়েছে। এখানে ১ম একক থেকে ৬ষ্ঠ একক পর্যন্ত প্রান্তিক উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হয়েছে এবং তা ৭ম এককে শূন্য হয়েছে। তাই বলা যায় প্রান্তিক উপযোগ রেখা ডানদিকে নিম্নগামী।

### ঘ) বিধির কার্যকারিতা:

‘একটি নির্দিষ্ট সময়ে একের পর এক ফুচকা খেলে ফুচকার উপযোগ ক্রমেই কমতে থাকে’ - উক্তিটি উপযোগের ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগের বিধির অনুরূপ। ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগের বিধিটি হলো:-

“অন্যান্য অবস্থা স্থির রেখে একটি নির্দিষ্ট সময়ে ভোক্তা যদি একটি পণ্যের ভোগের পরিমাণ বাড়াতে থাকে, তাহলে ঐ পণ্যের অতিরিক্ত এককগুলো থেকে যে উপযোগ পায় তা ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে।”

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় অর্থাৎ এর কার্যকারিতার ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে।